সত্যিকারের সুখের খোঁজে

জিম্বাবুয়ে **৫ জুলাই ২০২৫**

ডেনরয়

সত্যিকারের সুখের সন্ধান

জিম্বাবুয়ে | জুলাই ৫ | ডেনরয়

ডেনরয়ের বয়স তখন ১০, যখন সে প্রথমবার মদ পান করেছিল। এটি ঘটেছিল তার নিজ শহর বুলাওয়ায়োতে, জিম্বাবুয়েতে। তার চাচা ৩৫তম জন্মদিন উদযাপন করছিলেন, আর তার এক বন্ধু ডেনরয়কে ভদকার এক চুমুক পান করতে দেয়।

ছেলেটি ভাবল, “আমি কখনো এটা খাইনি। নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে, কেন মানুষ এটা খায়। কেন আমি এটা চেষ্টা করব না?”

পরে সে কল্পনা করল সে কিছুটা মাতাল হয়েছে, এবং ভাবল, যদি সে আরো খায় তাহলে কী হবে। সে মনে করল যে মদ্যপানে মানুষ আরো সুখী হয়। আর সে সুখী হতে চেয়েছিল। তাই সে ঠিক করল, আরো মদ খেয়ে দেখবে কী হয়।

কয়েকদিন পরে ডেনরয় তার ১০ বছরের বন্ধু প্রিভিলেজকে জিজ্ঞেস করল,
“তোমার বাবার ফ্রিজে তো মদ থাকে, তাই না? তুমি কি কিছু নিতে পারবে?”

প্রিভিলেজের বাবা খেয়াল করতেন না, তাই দুই বন্ধু চুরি করে মদ বের করে একসাথে পান করতে শুরু করল। প্রতিবার পান করার পর ডেনরয় কল্পনা করত সে আরো সুখী হচ্ছে। সেই গ্রীষ্মে সে অনেক বেশি মদ খেতে শুরু করল। স্কুল চলাকালীন সপ্তাহে একদিন মদ্যপান করত, কিন্তু গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে প্রায় প্রতিদিনই করত।

সে মদ্যপানের কথা তার বাবা-মার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখত। মাতাল হলে প্রিভিলেজের বাসায় থাকত এবং তখনই বাড়ি ফিরত যখন পুরোপুরি সোজা হয়ে যেত। সে অনেক রাত প্রিভিলেজের বাসায় কাটাত। সে ভাবত সে খুব সুখী।

সেই গ্রীষ্মেই ডেনরয়ের বাবা-মা সিদ্ধান্ত নিলেন তাকে একটি সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট স্কুলে ভর্তি করাবেন। ডেনরয়ের বড় এক কাজিন ঐ স্কুলে পড়ত, আর বাবা-মা মনে করলেন এটা পড়াশোনার জন্য ভালো হবে।

ডেনরয় স্কুলটা একদম পছন্দ করত না। শিক্ষক এবং ছাত্ররা ক্লাস ও খাবারের আগে প্রার্থনা করত। সে কখনো প্রার্থনা করেনি। সকালের উপাসনা এবং বাইবেল ক্লাসেও প্রার্থনা হতো। সে বুঝতেই

পারত না, সবাই সব সময় কেন প্রার্থনা করছে।
তার চেয়ে খারাপ ছিল, সে মনে করত তার স্বাধীনতা চলে গেছে। আগে সে ইচ্ছেমতো স্কুলে যেত আসত, কিন্তু এখানে শিক্ষকেরা সবার উপর নজর রাখত। ডেনরয় সুখী ছিল না। সে আবার মদ খেতে চেয়েছিল।

দিন পেরিয়ে মাস কেটে গেল, আর ডেনরয় স্কুলে বারবার যিশুর কথা শুনতে লাগল। সে অবাক হয়ে দেখল শিক্ষক ও সহপাঠীরা যিশুকে তাদের সেরা বন্ধু হিসেবে দেখে।

সে ভাবল, "কে এই যিশু? আমি কিভাবে স্বর্গে যিশুর সাথে থাকতে পারি?"

বাইবেলে সে পড়ল যিশুর কথা, "আমি এসেছি যেন তারা জীবন পায়, এবং পূর্ণতা সহকারে পায়... আমি পথ, সত্য এবং জীবন।" (যোহন ১০:১০; ১৪:৬)

ডেনরয় বুঝতে পারল, সত্যিকারের সুখ মদের মাধ্যমে নয়—যিশুর মাধ্যমেই সম্ভব।

তার জীবন একদম পাল্টে গেল। সে মদ খাওয়া ছেড়ে দিল। প্রিভিলেজের সাথে বন্ধুত্বও শেষ করল। সে স্কুল শেষে সোজা বাসায় যেত এবং পড়াশোনা করত এবং বাসার কাজে সাহায্য করত।

শিক্ষকদের প্রতি তার মনে ভালোবাসা তৈরি হলো। সে বুঝতে পারল শিক্ষকরা তাদের ভালোবাসেন এবং চায় তারা শিখুক।

সুখ তার হৃদয় ভরিয়ে তুলল এবং জীবনে ছড়িয়ে পড়ল। সে যিশুকে তার হৃদয় দিল এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল।

আজ ডেনরয়ের বয়স ১৬, আর সে যিশুতে নতুন জীবন উপভোগ করছে।

"আমি সুখ খুঁজছিলাম মদের মাধ্যমে," সে বলল। "কিন্তু ঐ স্কুলে গিয়ে বুঝলাম সত্যিকারের সুখ কেবল খ্রিস্টের মাধ্যমেই সম্ভব।"

জিজ্ঞেস করা হলে, "তুমি কি সত্যিই সুখী?"
সে হালকা করে হাসল।
"আমি সে পথেই আছি," সে বলল।

আপনার অনুদান
এই কোয়ার্টারের ত্রয়োদশ সাবাথ অনুদান জিম্বাবুয়ের দরিদ্র শিশুদের বাইবেল দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হবে, এবং আত্মার ফল নিয়ে একটি ভিডিও সিরিজ তৈরি করার জন্যও। ধন্যবাদ, সেপ্টেম্বর ২৭ তারিখে একটি উদার অনুদান পরিকল্পনা করার জন্য।

✍️ বাংলায় অনুবাদ: Mr. Mrinal Kanti Bhunia

দ্বিতীয় গল্পটি

ক্রুদ্ধ পিতা

জিম্বাবুয়ে | জুলাই ১২
টানিয়া

বুলাওয়ায়ো, জিম্বাবুয়েতে টানিয়ার শোবার ঘরে তাঁর বাপ্তিস্মের সনদটি দেখে বাবা প্রচণ্ড রেগে গেলেন। টানিয়ার বাইবেলটি ড্রেসারের উপর ছিল, আর তার নিচেই ছিল বাপ্তিস্ম সনদ। বাবা লোশন খুঁজতে ঘরে এসেছিলেন, তখনই তাঁর চোখ পড়ে বাইবেলের উপর। বাইবেলটি তুলতেই নিচে সনদটি দেখে ফেলেন।

“আমি তোকে মেরে ফেলব!”—বাবা গর্জে উঠলেন।

তিনি সনদটি তুলে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন।

তখন টানিয়ার বয়স ছিল ১৭। সে আতঙ্কিত হয়ে দেখছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

সে কেঁদে বলল, “আমি আর কখনো চার্চে যাব না।”

মা দৌড়ে ঘরে এসে বললেন,
“যেতে দাও ওকে চার্চে। এতে কিছু আসে যায় না।”

বাবা এখনো টানিয়াকে মারতে চাইছিলেন।

তবে তিনি কিছু না বলেই বাসা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন এবং দুই দিন ধরে ফেরেননি।

দুই দিন পর তিনি ফিরে এলেন, কিন্তু কিছুই বললেন না।

টানিয়া বুঝতে পারছিল না, কী ঘটছে। সে তো ভেবেছিল, বাবা তাকে আবার ধমক দেবেন বা হয়তো মারবেনও।

গত এক বছর ধরে টানিয়া গোপনে সাবাথ দিনে চার্চে যেত। তার দাদি ছিলেন সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট। দাদি মারা যাওয়ার পর টানিয়া বাবা-মার সঙ্গে থাকতে শুরু করে।

বাবা অ্যাডভেন্টিস্টদের অপছন্দ করতেন। মা ছোটবেলায় অ্যাডভেন্টিস্ট ছিলেন, কিন্তু বাবার কারণে চার্চে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। টানিয়া যখন আবার তাদের সঙ্গে ফিরে আসে, বাবা তাকে বলেন,
“তুমি যে কোনো চার্চে যেতে পারো, কিন্তু অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চে নয়।”

কিন্তু টানিয়া অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চ ভালোবাসত। সে সপ্তম দিনের সাবাথকে ভালোবাসত। সে ভাবতেও পারত না, সাবাথ দিনে ঈশ্বরের উপাসনা ছাড়া দিন কাটানো যায়।

সপ্তাহান্তে প্রায়ই বাবা শহরের বাইরে থাকতেন, কারণ তিনি একজন পেশাদার রাগবি খেলোয়াড়। বাবা যখন বাইরে থাকতেন, টানিয়া তখন গিয়ে চার্চে যেত। কিন্তু বাবা যখন বাসায় থাকতেন, তখন সে বাসায় থাকত। মা জানতেন সে চার্চে যাচ্ছে, কিন্তু মা নিজে যেতেন না বা বাবাকে বলতেন না।

টানিয়া বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল, যখন বাবা বাইরে খেলতে গিয়েছিলেন।

তারপর একদিন, বাবা বাইবেলের নিচে সেই সনদ খুঁজে পেলেন এবং ছিঁড়ে ফেললেন।

তিন মাস ধরে বাবা সেই ঘটনার কোনো উল্লেখ করেননি।

তবে তিনি সেই থেকে চেষ্টা করতেন, যেন টানিয়া সাবাথ দিনে চার্চে যেতে না পারে।

প্রতিটি সাবাথ সকালে তিনি বলতেন,
“আশা করি, আজ তুমি চার্চে যাচ্ছো না।”
তারপর তিনি টানিয়াকে নানা কাজে পাঠিয়ে দিতেন, যাতে সে সারা সকাল ব্যস্ত থাকে।

টানিয়া তিন মাস ধরে প্রার্থনা করত।
সে বলত, “হে ঈশ্বর, আমাকে চার্চে যাওয়ার সুযোগ করে দিন।”

একদিন, এক সাবাথ সকালে সে আবার সেই প্রার্থনাটি করল। প্রার্থনা শেষ করার ঠিক পরেই মা ঘরে এসে বললেন,
“আজ তোমার বাবাকে গিয়ে বলো, তুমি চার্চে যাচ্ছো। দেখি সে কী বলে।”

টানিয়া বিস্মিত হলেও রাজি হল।

সে বাবার কাছে গিয়ে বলল,
“আমি আজ চার্চে যাচ্ছি।”

বাবা রাগ করলেন না। কোনো কাজেও পাঠালেন না। শুধু বললেন,
“ঠিক আছে।”

এটা টানিয়ার কাছে ছিল অবিশ্বাস্য! সে ভাবতেও পারেনি এমন কিছু ঘটবে। সে চার্চে চলে গেল।

চার্চে ফিরে আসতে পেরে সে খুবই খুশি ছিল! সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল তাঁর প্রার্থনার উত্তর দেওয়ার জন্য।

এখন এক বছর কেটে গেছে। বাবা জানেন টানিয়া প্রতি সাবাথ চার্চে যায়, কিন্তু কিছু বলেন না।

এখন টানিয়ার নতুন একটি প্রার্থনা রয়েছে। সে প্রার্থনা করছে, যেন বাবা-মাও তার সঙ্গে চার্চে যান। সে বলছে,
“ঈশ্বর, অনুগ্রহ করে আমার বাবা-মাকে সাহায্য করুন।”

যেমন করে ঈশ্বর তার প্রথম প্রার্থনার উত্তর দিয়েছেন, টানিয়া বিশ্বাস করে, ঈশ্বর তার দ্বিতীয় প্রার্থনারও উত্তর দেবেন—তার বাবা-মায়ের পরিত্রাণের জন্য।

📖 আপনার অনুদান

টানিয়া সৌভাগ্যবান, তার নিজের একটি বাইবেল আছে যার মাধ্যমে সে ঈশ্বর সম্পর্কে জানতে পারে। কিন্তু জিম্বাবুয়ের অনেক শিশু এমন পরিবারে থাকে, যারা তাদের জন্য বাইবেল কিনতে পারে না। এই কোয়ার্টারের ত্রয়োদশ সাবাথ অনুদান এই শিশুদের জন্য অ্যাডভেঞ্চারার বাইবেল সরবরাহ করবে এবং অন্যান্য দেশগুলিতেও এটি পৌঁছে দেওয়া হবে।
ধন্যবাদ, সেপ্টেম্বর ২৭-এ একটি উদার অনুদান পরিকল্পনা করার জন্য।

✍️ বাংলায় অনুবাদ: Mr. Mrinal Kanti Bhunia

তৃতীয় গল্পটি

একটি জ্ঞানী সিদ্ধান্ত

জিম্বাবুয়ে | জুলাই ১৯
জিনিয়াস

জিনিয়াস বলে, সে যখন ১৪ বছর বয়সে ছিল, তখন একটি অজ্ঞতার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সেটিই ছিল প্রথমবার তার ধূমপান করা।

সেই সময় তার এক ফুফু বিয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। বিয়েতে ঐতিহ্যবাহী নৃত্য পরিবেশনের জন্য তিনি পাঁচজন তরুণ নৃত্যশিল্পী ভাড়া করেছিলেন। তিনি জিনিয়াসকেও তাঁদের সঙ্গে নাচ শেখার জন্য বলেছিলেন।

জিনিয়াস তার ফুফুর বাড়ির উঠোনে সেই নৃত্য অনুশীলন উপভোগ করত। তরুণ নৃত্যশিল্পীরা তাকে নাচ শেখাতো। একদিন তাদের একজন তাকে একটি সিগারেট অফার করল।

জিনিয়াস আধা-পোড়া সিগারেটটির দিকে তাকিয়ে রইল। সে সেটা নিতে চাইছিল না। কিন্তু ভয় ছিল, না নিলে তারা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। কেউ দেখছিল না, তাই সে সিগারেটটি নিয়ে ফেলল।

প্রথম টানেই সে দম বন্ধ করে কাশতে লাগল, গলা ও ফুসফুসে ধোঁয়ার তীব্রতা অনুভব করল।

পরবর্তী দুই মাসে সেই নৃত্য অনুশীলনের সময়, সেই তরুণেরা তাকে ধীরে ধীরে ধূমপান করতে শেখাল। প্রথমে তারা তাকে তামাক খাওয়া শেখাল। এরপর শেখাল গাঁজা খাওয়া, যা জিম্বাবুয়েতে অবৈধ।

জিনিয়াস তার পকেট খরচ দিয়ে তামাক ও গাঁজা কিনতে শুরু করল। এই টাকায় সে সপ্তাহিক অনুশীলনে তাদের সঙ্গে ধূমপান করত।

কিছুদিন পর, সে তামাক কেনা বন্ধ করে কেবল গাঁজাই কিনতে লাগল।

বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর আর সে সেই নৃত্যশিল্পীদের দেখেনি, কিন্তু সে নিজে গাঁজা খাওয়া চালিয়ে যায়। সে প্রতিবেশী ছেলেদের সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে গাঁজা খেত।

জিনিয়াসের পরিবার অ্যাডভেন্টিস্ট ছিল না, কিন্তু সে এক বছর ধরে একটি অ্যাডভেন্টিস্ট স্কুলে পড়ছিল।

একদিন সে স্কুলেই গাঁজা খাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সে এবং তার এক বন্ধু, যাদের বাসায় একসঙ্গে গাঁজা খাওয়া হতো, স্কুলের টয়লেটের পেছনে গিয়ে গাঁজা খায়। গাঁজা খাওয়ার পর তারা শ্রেণিকক্ষে ফিরে যায়।

সম্ভবত গাঁজার গন্ধ তার শরীরে লেগে ছিল। কারণ কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন শিক্ষক তাকে ডেকে পাঠান।

শিক্ষক জিজ্ঞেস করেন, “তুমি কার সঙ্গে গাঁজা খেয়েছিলে?”

জিনিয়াস ভয়ে কেঁপে ওঠে। সে বন্ধুর নাম বলে দেয়।

শিক্ষক তাদের দুজনকে সতর্ক করে দেন:
“তোমরা যদি আবার এমন করো, তাহলে তোমাদের স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হবে।”

তার বন্ধু পরে আবার গাঁজা খায় এবং স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হয়।

কিন্তু জিনিয়াস ঐ সময়েই শিক্ষককে কথা দেয়, সে আর কখনো ধূমপান করবে না—স্কুলেও না, বাইরেও না।

তার মা খুব হতাশ হন, যখন জানতে পারেন সে ধূমপান করত। যখন তিনি সেই নৃত্যশিল্পীদের কথা শুনলেন, তখনই ছেলেকে তাদের সঙ্গে দেখা করা সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করেন। যদিও তখন জিনিয়াস আগেই তাদের সঙ্গে দেখা বন্ধ করে দিয়েছিল, তাই এটা মানা তার জন্য সহজ ছিল।

তবে গাঁজা খাওয়া বন্ধ করা কঠিন ছিল। যদিও সে প্রতিদিন খেত না, কিন্তু মাঝে মাঝে সে প্রবল ইচ্ছা অনুভব করত।

তখন সে স্মরণ করল, স্কুলে সে শিখেছিল যে সে যেকোনো বিষয়ে ঈশ্বরকে প্রার্থনা করতে পারে।

সে ঈশ্বরকে বলল,
“হে ঈশ্বর, আমাকে ক্ষমা করুন ধূমপানের জন্য। অনুগ্রহ করে আমাকে সাহায্য করুন এটি ছাড়তে।”

ঠিক সেই মুহূর্তেই, তার গাঁজার প্রতি আকর্ষণ চলে গেল। সেই অভ্যাসটি একেবারে ভেঙে গেল।

জিনিয়াস অবাক হয়ে গেল। সে ঈশ্বরকে আরো ভালোভাবে জানতে চাইল এবং বাইবেল পড়া শুরু করল।

এরপর সে তার জীবনের সবচেয়ে জ্ঞানী সিদ্ধান্তটি নিল: এক বছর পর, সে যিশুকে হৃদয় দিল এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল।

আজ ১৬ বছর বয়সী জিনিয়াসের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে—দিনটা শুরু করা বাইবেল পাঠ এবং প্রার্থনার মাধ্যমে।

সে বলল,
“ঈশ্বরের সঙ্গে সময় কাটাও।”

📖 **আপনার অনুদান**

জিনিয়াস সৌভাগ্যবান যে তার নিজের একটি বাইবেল আছে। কিন্তু জিম্বাবুয়ের অনেক শিশু এমন পরিবারে বাস করে, যারা তাদের জন্য বাইবেল কিনতে পারে না। এই কোয়ার্টারের ত্রয়োদশ সাবাথ অনুদান জিম্বাবুয়ে এবং দক্ষিণ আফ্রিকা-ভারত মহাসাগরীয় বিভাগের অন্যান্য দেশে দরিদ্র পরিবারের শিশুদের অ্যাডভেঞ্চারার বাইবেল দেবে।

ধন্যবাদ, সেপ্টেম্বর ২৭ তারিখে একটি উদার অনুদান পরিকল্পনা করার জন্য।

✍️ বাংলায় অনুবাদ: Mr. Mrinal Kanti Bhunia

চতুর্থ গল্পটি

বৃষ্টির জন্য কান্না

জিম্বাবুয়ে। জুলাই ২৬
সিবোঙ্গিলে

মাসের পর মাস ধরে বৃষ্টি পড়েনি। আফ্রিকার ভূমি শুকিয়ে ফাটল ধরে গেছে। ভুট্টা ও গমের ক্ষেত শুকিয়ে গেছে ও মারা গেছে। টমেটো, পেঁয়াজ, গাজর ও আলুর বাগানও শুকিয়ে গেছে ও নষ্ট হয়েছে।

জিম্বাবুয়ের **সলুসি অ্যাডভেন্টিস্ট হাই স্কুলে**, যেখানে সিবোঙ্গিলে ২২ বছর বয়সে ছাত্রী হিসেবে পড়ত, গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে যে স্কুলটি চিরতরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

অনেক শিক্ষার্থী এই ক্ষেত ও বাগানে কাজ করত, যেখান থেকে তারা পড়ার খরচ যোগাত। এই ক্ষেতগুলো থেকেই স্কুলের ক্যাফেটেরিয়ার জন্য তাজা সবজি সরবরাহ হতো। খাবার ফুরিয়ে আসছিল।

সিবোঙ্গিলে ভাবছিল, এবার কী হবে? যেই বাঁধটি স্কুল ও আশেপাশের এলাকাকে পানি সরবরাহ করত, সেটাও শুকিয়ে আসছিল। তখন পানি রেশনিং চালু করা হয়। সকালে, দুপুরে এবং সন্ধ্যায়—প্রতিদিন মাত্র **তিন ঘণ্টা** পানি পাওয়া যেত।

এই তিন ঘণ্টার পানিই ব্যবহার হতো রান্না, বাসন ধোয়া, স্নান এবং ভবিষ্যতের জন্য পানি সংরক্ষণে।

পানি ছাড়া জীবন কঠিন হয়ে পড়ে। আসলে, টিকে থাকাই কঠিন।

যখন স্কুল বন্ধ হয়ে যেতে পারে—এমন কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তখন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা এক বুধবার সন্ধ্যায় একত্রিত হয়ে প্রার্থনায় বসে।

একজন স্কুল নেতা বললেন,
“এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হলো প্রার্থনা।”

তাঁর মতো অন্যান্য নেতারাও একই অনুরোধ জানালেন শুক্রবার সন্ধ্যার ভেসপার্স, শনিবার সকাল ও সন্ধ্যার উপাসনায়।

সিবোঙ্গিলে প্রার্থনা করল। সকল শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা মিলে প্রার্থনা করল। তাঁরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ঈশ্বরের কাছে করুণ আবেদন জানালেন।

একজন ছাত্র প্রার্থনা করল,
“হে ঈশ্বর, আপনি আমাদের যেই কাজ দিয়েছেন সেটি এগিয়ে নেওয়া খুবই কঠিন হবে যদি পানি না থাকে।”

আরেকজন বলল,
“আমাদের তিনদূতের বার্তা পৃথিবীতে পৌঁছে দিতে হবে। পানি ছাড়া সেটা করা অসম্ভব।”

অনেকে একা একা, আবার অনেকে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বাড়িতে প্রার্থনা করল। কেউ কেউ উপবাসও শুরু করল—একবেলা না খেয়ে, বা দুইবেলা বাদ দিয়ে হালকা রাতের খাবার খেয়ে। কেউ কেউ সপ্তাহে এক বা একাধিক দিন পুরোপুরি উপবাস করল।

শিক্ষার্থীরা প্রার্থনার মাঝে স্মরণ করল যে সলুসি বিশ্ববিদ্যালয় ঈশ্বরের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৯৪ সালে আফ্রিকার প্রথম অ্যাডভেন্টিস্ট মিশন স্টেশন হিসেবে। তারা মনে করল, ১৯৯৪ সালে ত্রয়োদশ সাবাথ অনুদানের মাধ্যমে এই হাই স্কুলটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পাশে স্থাপিত হয়েছিল। তারা জানত, ভবিষ্যতের যাজক ও চার্চ কর্মীরা এখানে শিক্ষা ও যত্ন পাচ্ছেন।

এই স্মৃতিগুলো সিবোঙ্গিলের বিশ্বাসকে শক্ত করল। সে উপলব্ধি করল, সলুসি ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠান। তিনি তাঁর সন্তানদের ভালোবাসেন এবং তিনিই একমাত্র পথপ্রদর্শক।

সিবোঙ্গিলে এবং অন্যরা **দুই মাস** ধরে প্রার্থনা ও উপবাস করল। তখনো অনেকে ভেবেছিল স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তা হয়নি। খরা ও কঠিন অবস্থার মাঝেও স্কুলটি টিকে ছিল।

সিবোঙ্গিলে বলল,
“ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিয়েছেন। সেই সামান্য পানি আমাদের টিকিয়ে রেখেছে—যতক্ষণ না বৃষ্টি এসেছে।”

অবশেষে যখন বৃষ্টি এল, সবাই উদযাপন করল। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা চার্চে গিয়ে গান গাইল এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

এরপর স্কুল আবার চাষাবাদ শুরু করতে পারল। পানি আসায় জীবন স্বাভাবিক হয়ে উঠল।

আজ সিবোঙ্গিলে সলুসি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করে। সে বলেছে,
“ঈশ্বর সলুসিকে আশীর্বাদ করেছেন। আমি নিজ চোখে দেখেছি। ঈশ্বর বহু উপায়ে আমাদের আশীর্বাদ করেছেন।”

📖 আপনার অনুদান

১৯৯৪ সালের একটি ত্রয়োদশ সাবাথ অনুদান সলুসি অ্যাডভেন্টিস্ট হাই স্কুলের ক্যাম্পাস গড়ে তুলতে সহায়তা করেছিল। এখনো সেই অনুদানের আশীর্বাদ স্কুল ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনুভব করা যায়।

ঠিক তেমনি, এই কোয়ার্টারের আপনার অনুদান, ঈশ্বরের আশীর্বাদে, জিম্বাবুয়ে ও অন্যান্য অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে।

ধন্যবাদ, ২৭ সেপ্টেম্বরের জন্য একটি উদার অনুদান পরিকল্পনা করার জন্য।

✍️ বাংলায় অনুবাদ: Mr. Mrinal Kanti Bhunia

পঞ্চম গল্পটি

অপ্রত্যাশিত সাবাথ বিশ্রাম

জিম্বাবুয়ে | আগস্ট ২
ট্রেসি

ট্রেসি যখন জিম্বাবুয়ের একটি সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, তখন তার পরিকল্পনা ছিল শনিবারগুলো পড়াশোনা করা অথবা বিশ্রাম নেওয়ার জন্য ব্যবহার করবে।

সে অ্যাডভেন্টিস্টদের সম্পর্কে খুব একটা জানত না। সে কেবল **সলুসি বিশ্ববিদ্যালয়ে** পড়তে পেরে খুশি ছিল এবং প্রথমবারের মতো বাসা থেকে দূরে থাকার অভিজ্ঞতা নিচ্ছিল। সামনে চার বছরের পড়াশোনা, আর সে নিজেকে বলেছিল, “আমি হয়তো, একবার চার্চে যাব, সেটা আবার ডিগ্রি শেষ করার আগে।”

শুক্রবার বিকেলে সে তার হোস্টেলে উঠে এল।

সন্ধ্যায়, তার নতুন রুমমেট তাকে **সানডাউন ভেসপার্সে** যেতে আমন্ত্রণ জানাল।

ক্লাস তখনও শুরু হয়নি, তাই তার পড়ার কোনো চাপ ছিল না।

ট্রেসি বলল,
“ঠিক আছে, যাই দেখি কী হয়।”

সন্ধ্যা ৬টায়, দুই তরুণী একসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের চার্চে গেল।

এটা ছিল ট্রেসির জন্য এক নতুন অভিজ্ঞতা।

গানগুলো ছিল নতুন। কেউ নাচেনি বা হাত তালি দেয়নি, যেমন সে তার পরিবারে চার্চে দেখত। উপাসনার ধরণটি খারাপ ছিল না, শুধু ছিল ভিন্ন।

শনিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে তার রুমমেট আবার বললেন,
“চলো চার্চে যাই।”

দুজন মিলে আবার চার্চে গেল।

এইবার ট্রেসি উপভোগ করল সংগীত ও ধর্মোপদেশ। সবাই যেন তাকে স্বাগত জানাচ্ছিল। সে নিজেকে নতুন মনে করছিল না, বরং দলের একজন সদস্যের মতো অনুভব করছিল।

সন্ধ্যায় আবার রুমমেট বললেন,
“চলো আবার ভেসপার্সে যাই।”

এবার সে হাসিমুখে গেল। মনে পড়ে গেল—যেখানে সে ভাবছিল, এই চার বছরে হয়তো একবার যাবে, এখন সে **দুই দিনে তিনবার** চার্চে গেল।

এরপর সপ্তাহ শুরু হল, ক্লাস শুরু হল, ট্রেসি তার হিসাববিজ্ঞানের পড়ায় মন দিল।

সে নতুন বন্ধু বানাল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ডাইনিং হলে খাওয়া উপভোগ করত, যা ২০১৫ সালের ত্রয়োদশ সাবাথ অনুদানের মাধ্যমে সম্প্রসারিত হয়েছিল।

পরবর্তী শুক্রবার সন্ধ্যায়, সে আবিষ্কার করল—সে আবার চার্চে যাচ্ছে, পড়াশোনার চাপ বা রুমে বিশ্রামের পরিবর্তে।

সপ্তাহ কেটে গেল, আর ট্রেসির মন বদলাতে লাগল। সে ভেবেছিল, শনিবারে পড়াশোনা ও বিশ্রামের প্রয়োজন হবে, তাই চার্চে সময় দিতে পারবে না। কিন্তু বাস্তবে সে দেখল, **সবাই বিশ্রাম করছে**—তাই আলাদাভাবে বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। আর চার্চে যাওয়াও তার ভালো লাগতে শুরু করল।

তার গ্রেড নিয়ে সে একটুও চিন্তিত ছিল না। কারণ ক্লাস সপ্তাহে **সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার** চলত। ফলে শুক্রবার ও রবিবারে সে পড়াশোনা করতে পারত। শনিবারের জন্য আলাদা করে সময় রাখতে হতো না।

এরপর এক **আত্মিক গুরুত্বের সপ্তাহ (Spiritual Emphasis Week)** এল। হারারে শহর থেকে একজন যাজক এলেন। তার আহ্বানে ট্রেসি যিশুকে তার হৃদয় দিল এবং কিছুদিন পর বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল।

বাইবেল হয়ে উঠল তার প্রিয় পাঠ্যপুস্তক। সে বাইবেল পড়তে ভালোবাসত এবং অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করত।

সে মনে করল, তার অন্য বন্ধুরা যারা জিম্বাবুয়ের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত, তারা বলত যে শনিবার ও রবিবারে পড়াশোনা ও বিশ্রামের প্রয়োজন পড়ে, তাই চার্চে যাওয়া হয়ে ওঠে না।

এখন সে বলল,
“তোমাদের চার্চে যেতেই হবে। ঈশ্বর তোমার পড়াশোনার দায়িত্ব নেবেন, বিশ্রামেরও ব্যবস্থা করবেন।”

তার বন্ধুরা অবাক হয়ে কথা শুনল এবং প্রতিশ্রুতি দিল, তারা চার্চে যাওয়ার চেষ্টা করবে।

ট্রেসি এখন পরিকল্পনা করছে, বন্ধুবান্ধবদের অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চে নিয়ে যাবে।

📖 আপনার অনুদান

২০১৫ সালের একটি ত্রয়োদশ সাবাথ অনুদান সলুসি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইনিং হল সম্প্রসারিত করতে সাহায্য করেছিল, যাতে ট্রেসির মতো শিক্ষার্থীদের আরও ভালোভাবে সেবা দেওয়া যায়।

যেমন ঐ অনুদানের আশীর্বাদ এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে টিকে আছে, তেমনি আপনার এই কোয়ার্টারের অনুদান, ঈশ্বরের আশীর্বাদে, জিম্বাবুয়ে ও অন্যান্য দেশের জন্য দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে।

ধন্যবাদ, ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে একটি উদার অনুদান পরিকল্পনা করার জন্য।

✍️ বাংলায় অনুবাদ: Mr. Mrinal Kanti Bhunia

ষষ্ঠ গল্প

আমরা কৃতজ্ঞ

দক্ষিণ আফ্রিকা | আগস্ট ৯
সিয়াবোঙ্গা

সিয়াবোঙ্গার নামের অর্থ “আমরা কৃতজ্ঞ।” কিন্তু যখন তার বাবা-মা তার নাম রেখেছিলেন, তখন তাদের জীবনে খুব একটা কৃতজ্ঞ হবার কিছু ছিল না।

সিয়াবোঙ্গা জন্ম নিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার শহরতলির এক দরিদ্র পরিবারে। তারা এমন একটি এলাকায় থাকত যেখানে ছিল গ্যাং, সহিংসতা ও মাদকদ্রব্যের আধিক্য। তার বাবা একজন অ্যালকোহলিক ছিলেন। তিনি কাজ করতেন না, সারাদিন মদ খেতেন এবং পরিবারকে দারিদ্র্যে ডুবিয়ে রাখতেন।

সিয়াবোঙ্গা বলল,
“আমার মা খুব কষ্টে ছিলেন। তিনি নিজেই একা আমাদের চার ভাইবোনকে মানুষ করার চেষ্টা করতেন। বাবার কোনো সাহায্য ছিল না।”

সিয়াবোঙ্গা মাকে সাহায্য করত। সে তার ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনা করত, রান্না করত, ঘর পরিষ্কার করত এবং মায়ের সাথে বাজারে যেত।

মা তাকে শিখিয়েছিলেন—ঈশ্বরের প্রতি ভরসা রাখতে হবে। মা বলতেন,
“তুমি যত কষ্টে থাকো না কেন, সব সময় প্রার্থনা করো। ঈশ্বর তোমার কথা শুনবেন।”

সিয়াবোঙ্গা মনে করত মা ঠিকই বলছেন। কিন্তু তখনো সে নিশ্চিত ছিল না যে ঈশ্বর তাকে শুনছেন।

তারপর একদিন কিছু বদলে গেল।

মা তাকে একটি অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চে পাঠালেন। চার্চটি "ADRA"-এর একটি বিশেষ শিশু প্রকল্প পরিচালনা করত, যেখানে প্রতিদিন শিশুদের জন্য খাবার ও বাইবেল শিক্ষা দেওয়া হতো।

সিয়াবোঙ্গা প্রথমে চার্চে যেতে চায়নি। কিন্তু মা বললেন,
"তুমি ওখানে গেলে খাবার পাবে, শেখার সুযোগ পাবে এবং এটা তোমার ভালো হবে।"

সে বাধ্য হয়ে গেল।

চার্চে গিয়ে সে অবাক হল। সেখানে তার মতো আরও অনেক শিশু ছিল। সবাই খেলাধুলা করছিল, গান গাইছিল, গল্প শুনছিল এবং খাবার খাচ্ছিল।

সবচেয়ে বড় ব্যাপার ছিল—ওই লোকেরা ওদের ভালোবাসত। তারা যত্ন করে গল্প বলত, নাম ধরে ডাকত, জড়িয়ে ধরত।

সিয়াবোঙ্গা বলল,
"আমি বুঝতে পারলাম—এরা শুধু খাওয়াতে আসেনি, এরা ভালোবাসে।"

সেই থেকেই সে নিয়মিত চার্চে যেতে লাগল।

বাইবেল পড়ে ও গল্প শুনে সে যিশুর সম্পর্কে জানতে শুরু করল। তার ভেতর আগ্রহ বাড়তে লাগল—এই ঈশ্বর কে, যিনি মানুষকে ভালোবাসেন, সাহায্য করেন এবং সবসময় পাশে থাকেন?

তার মনে পড়ে গেল, মা বলতেন,
"ঈশ্বর সব সময় প্রার্থনা শোনেন।"

সে ভাবল, যদি এই ঈশ্বর সত্যিই শোনেন, তাহলে আমি আমার পরিবারের জন্য প্রার্থনা করব।

সে প্রথমবার ঈশ্বরকে বলল,
"আমার বাবা যেন বদলে যান। আমাদের পরিবার যেন সুখী হয়।"

সে নিয়মিত প্রার্থনা করতে লাগল।

সময় যেতে লাগল। ধীরে ধীরে কিছু পরিবর্তন আসতে শুরু করল।

প্রথমে, বাবা ধীরে ধীরে মদ খাওয়া কমিয়ে দিলেন। তারপর তিনি চাকরির খোঁজ করতে শুরু করলেন। একদিন তিনি সত্যিই একটি চাকরি পেলেন—এমন এক কাজ, যেখানে সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজ করে সাপ্তাহিক ছুটিতে বিশ্রাম পাওয়া যায়।

তিনি নিয়মিত ঘরে ফিরতে লাগলেন, মায়ের প্রতি ভালো ব্যবহার করতেন এবং সন্তানদের যত্ন নিতেন।

সিয়াবোঙ্গা এই পরিবর্তন দেখে বিস্মিত হল।

সে জানত—এটা ঈশ্বরের কাজ।

এখন সে যখন নিজের নাম **"সিয়াবোঙ্গা"**— "আমরা কৃতজ্ঞ"—শোনে, তখন সে মনে করে, "হ্যাঁ, আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।"

সে এখন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে,
"ঈশ্বর সত্যিই প্রার্থনার উত্তর দেন।"

📖 আপনার অনুদান

দক্ষিণ আফ্রিকার অনেক শিশু এখনো দারিদ্র্য ও সহিংসতায় ভোগে। এই কোয়ার্টারের ত্রয়োদশ সাবাথ অনুদান দক্ষিণ আফ্রিকা-ভারত মহাসাগরীয় বিভাগের বিভিন্ন দেশে **অ্যাডভেঞ্চারার বাইবেল** সরবরাহ করতে সাহায্য করবে—যাতে তারা ঈশ্বরকে জানতে পারে এবং তাদের জীবন বদলে যায়।

ধন্যবাদ, ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে একটি উদার অনুদান পরিকল্পনার জন্য।

✍️ বাংলায় অনুবাদ: Mr. Mrinal Kanti Bhunia

শুনেছিলাম ঈশ্বরের কথা, ঘৃণা করলাম পাপকে

নামিবিয়া | আগস্ট ১৬
উআপাহুরুয়া

উআপাহুরুয়া বলল, সে ছোটবেলায় সবসময় জানত যে ঈশ্বর আছেন। তবে সে মনে করত, ঈশ্বর অনেক দূরে থাকেন—একটা বিশাল, ভয়ংকর শক্তি, যিনি মানুষকে শাস্তি দেন।

সে জানত না, যিশু কে।

তার বাবা-মা খ্রিস্টান ছিলেন না, এবং সে কখনো চার্চে যায়নি। স্কুলে, সে এবং তার বন্ধুরা বাজে ভাষায় কথা বলত, চুরি করত এবং মিথ্যা বলত। তারা ভাবত, এসব "মজা।" তাদের মধ্যে কেউ যদি বলত, "ঈশ্বর এটা পছন্দ করেন না," অন্যরা বলত, "চুপ করো! এসব বলো না। আমরা তো খারাপ কিছু করছি না!"

কিন্তু একদিন কিছু বদলে গেল।

তার এক বন্ধু তাকে একটি অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চের অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাল। সেটি ছিল একটি **আত্মিক গুরুত্বের সপ্তাহ (Week of Spiritual Emphasis)**।

উআপাহুরুয়া প্রথমে যেতে চায়নি। সে বলল,
“ওখানে গেলে তো বোরিং লাগবে!”

কিন্তু বন্ধু বলল,
“চলো না, শুধু একদিন চলো, ভালো লাগলে আবার যাবা।”

উআপাহুরুয়া বলল,
“ঠিক আছে।”

সে স্কুল শেষে চার্চে গেল। একজন যাজক যিশুর কথা বলছিলেন। তিনি বললেন,
“যিশু তোমাকে ভালোবাসেন। তিনি তোমার পাপের জন্য মারা গেছেন। তিনি চান তুমি তাঁর বন্ধু হও।”

উআপাহুরুয়া অবাক হল। যিশু... আমাকে ভালোবাসেন? আমি তো কোনোদিন চার্চে যাইনি। আমি তো বাজে ভাষা ব্যবহার করি, পাপ করি।

তবে সেই যাজক বললেন,
“ঈশ্বর সব পাপ ক্ষমা করতে চান—যদি তুমি অনুতপ্ত হও।”

সেই রাতে ঘুমানোর আগে সে ভাবল, “আমি অনেক পাপ করেছি। কিন্তু ঈশ্বর কি সত্যিই আমাকে ক্ষমা করতে পারেন?”

পরের দিন সে আবার চার্চে গেল। যাজক বললেন,
“যদি তুমি পাপ ঘৃণা করো, ঈশ্বর তোমাকে নতুন জীবন দেবেন।”

এই কথা তার মনে গেঁথে গেল।

সে বাসায় গিয়ে বলল,
“ঈশ্বর, আমি পাপ ঘৃণা করি। আমাকে বদলে দিন।”

পরের দিন সে তার বন্ধুদের বলল,
“আমি আর খারাপ ভাষা ব্যবহার করব না। আমি মিথ্যা বলব না। আমি এখন যিশুর বন্ধু হতে চাই।”

বন্ধুরা প্রথমে হাসল। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরে তার মধ্যে পরিবর্তন দেখে তারা অবাক হয়ে গেল।

উআপাহুরুয়া বাইবেল পড়তে শুরু করল, প্রার্থনা করতে শিখল এবং চার্চে নিয়মিত যেতে লাগল। সে যিশুকে ভালোবাসতে শিখল এবং পরে **বাপ্তিস্ম গ্রহণ** করল।

আজ সে বলে,
“ঈশ্বরের কণ্ঠ শুনে আমি বুঝেছি—পাপকে ঘৃণা করতে হবে। তখনই আমি ঈশ্বরের বন্ধু হতে পেরেছি।”

📖 আপনার অনুদান

নামিবিয়ার মতো দেশে অনেক শিশু এখনো বাইবেল ও যিশুর শিক্ষা থেকে দূরে। এই কোয়ার্টারের ত্রয়োদশ সাবাথ অনুদান তাদের জন্য **অ্যাডভেঞ্চারার বাইবেল** সরবরাহে সাহায্য করবে, যাতে তারা সত্য জানতে পারে ও যিশুর প্রেমে বেড়ে উঠতে পারে।

ধন্যবাদ, ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে একটি উদার অনুদান পরিকল্পনার জন্য।

✍️ অনুবাদ: Andrew McChesney

ঈশ্বরকে জানতে চাওয়া

নামিবিয়া | আগস্ট ২৩
কাজুভাকুয়া

কাজুভাকুয়ার জীবনে একসময় কিছুই ঠিকঠাক চলছিল না।

সে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল।

সে নিজেই বলেছে, “আমি তখন খুব কষ্টের মধ্যে ছিলাম। এমনকি আত্মহত্যার কথাও মাথায় এসেছিল।”

কাজুভাকুয়া নামিবিয়ার একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল। কিন্তু সে পড়াশোনায় মন বসাতে পারছিল না। তার ব্যক্তিগত জীবন ছিল অগোছালো। বন্ধুবান্ধব, পরিবার—কেউ বুঝত না সে কী চায়।

এমন এক সময়ে, ঈশ্বর তার মনে কাজ করতে শুরু করলেন।

কাজুভাকুয়া হঠাৎ বুঝতে পারল,
“আমার জীবনে কিছু একটা বড় পরিবর্তনের দরকার। আমি ঈশ্বরকে জানতে চাই।”

সে বাইবেল খুঁজে বের করল এবং পড়া শুরু করল।
প্রথমে পড়তে ভালো লাগছিল না। মনে হচ্ছিল কিছুই বুঝতে পারছে না। কিন্তু সে পড়া চালিয়ে গেল।

একদিন এক বন্ধুর মাধ্যমে সে একটি **সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চ** সম্পর্কে জানতে পারল। বন্ধু তাকে জিজ্ঞেস করল,
“চলো একদিন চার্চে যাই, ভালো লাগতে পারে।”

কাজুভাকুয়া রাজি হলো।

চার্চে গিয়ে সে যাজকের মুখে ঈশ্বরের ভালোবাসার কথা শুনল। যাজক বললেন,
“ঈশ্বর তোমাকে ঠিক এই অবস্থাতেই ভালোবাসেন। তিনি চান তুমি ফিরে আসো তাঁর কাছে।”

এই কথাগুলো কাজুভাকুয়ার হৃদয়ে গভীরভাবে দাগ কাটল।

সে ভাবল, “আমি তো সত্যিই ভেঙে পড়েছি। ঈশ্বর কি আমাকেও ভালোবাসেন?”

সে চার্চে যেতে থাকল, আরও বেশি করে বাইবেল পড়তে লাগল এবং প্রার্থনা করতে শুরু করল।

ধীরে ধীরে, তার মনে শান্তি আসতে লাগল।

সে যিশুর কাছে আত্মসমর্পণ করল। তারপর **বাপ্তিস্ম গ্রহণ** করল।

আজ কাজুভাকুয়া আনন্দের সঙ্গে বলে,
“আমি এখন জানি, ঈশ্বর আছেন এবং তিনি আমাকে ভালোবাসেন। এখন আমি জীবনে নতুন উদ্দেশ্য পেয়েছি।”

📖 আপনার অনুদান

নামিবিয়ার অনেক যুবক-যুবতী এখনো যিশুর ভালোবাসা থেকে অজানা। এই কোয়ার্টারের ত্রয়োদশ সাবাথ অনুদান তাদের কাছে **অ্যাডভেঞ্চারার বাইবেল** পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে, যেন তারা ঈশ্বরের কথাগুলি নিজের ভাষায় পড়তে পারে।

ধন্যবাদ, ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে একটি উদার অনুদান পরিকল্পনার জন্য।

✍️ অনুবাদ: Andrew McChesney

বিস্ময়কর বৃষ্টি

নামিবিয়া | আগস্ট ৩০
তজিয়াপানা

নামিবিয়ার উত্তরে, একটি ছোট্ট গ্রামে, বৃষ্টি অনেকদিন হলো পড়েনি।

তজিয়াপানা এবং তার প্রতিবেশীরা শুকনো জমির দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করছিল।

তারা খুব কষ্টে দিন পার করছিল। ফসল শুকিয়ে গিয়েছিল। গবাদি পশুর খাওয়ার কিছু ছিল না। নদীগুলোর পানি কমে গিয়েছিল, এমনকি পান করার জন্যও যথেষ্ট পানি ছিল না।

তজিয়াপানার গ্রাম প্রধান বললেন, "চলো ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি।"

সবার মনে প্রশ্ন জাগল—"কোন ঈশ্বরের কাছে?"

তজিয়াপানা বলল,
"আমরা যিশুর কাছে প্রার্থনা করব। তিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, তিনিই প্রকৃত ঈশ্বর।"

কিছু লোক বলল, "আমরা তো যিশুকে জানি না।"

তজিয়াপানা বলল, "আমরা জানলেও, না জানলেও—তিনি আমাদের কথা শোনেন।"

সবাই একমত হলো।

তারা একদিন নির্ধারণ করল—**পুরো দিন উপবাস ও প্রার্থনা করবে**, যেন বৃষ্টি আসে।

সেই নির্ধারিত দিন, সকলে সকালে উঠেই প্রার্থনা শুরু করল। তারা কিছু খেল না, শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে থাকল।

সারা সকাল, দুপুর, বিকেল—তারা শুধু প্রার্থনা করল।

অবশেষে সন্ধ্যায় আকাশে মেঘ জমতে লাগল।

লোকেরা অবাক হয়ে একে অপরের দিকে তাকাল।

"বৃষ্টি কি সত্যিই আসছে?"

তারা আবার প্রার্থনা করল।

কিছুক্ষণের মধ্যে, **বৃষ্টি ঝরতে শুরু করল**। প্রথমে হালকা, তারপর প্রবল বর্ষণ।

সবাই ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এল, হাত তুলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল।

তারা বলল,
"যিশু আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিয়েছেন!"

তজিয়াপানা বলেন, এই ঘটনাটি পুরো গ্রামে যিশুর গৌরব প্রকাশ করেছে।

তিনি বললেন,
“এই প্রার্থনার বৃষ্টি প্রমাণ করেছে—যিশুই সত্যিকারের ঈশ্বর। অনেকেই এখন বিশ্বাস করতে শুরু করেছে।”

তিনি তাদের মধ্যে যিশুর প্রেম ছড়িয়ে দিতে আগ্রহী।

তজিয়াপানার স্বপ্ন হলো, তাদের গ্রামে একটি **সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চ** গড়ে তোলা।

“আমরা এখন শুধু বৃষ্টির জন্য নয়, আত্মার ফসলের জন্যও প্রার্থনা করছি,” তিনি বলেন।

📖 আপনার অনুদান

এই কোয়ার্টারের ত্রয়োদশ সাবাথ অনুদান নামিবিয়া এবং অন্যান্য দেশে **অ্যাডভেঞ্চারার বাইবেল** সরবরাহে সাহায্য করবে, যেন শিশু ও যুবকেরা যিশুকে চেনে এবং বিশ্বাস গড়ে তোলে।

ধন্যবাদ, ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে একটি উদার অনুদান পরিকল্পনার জন্য।

✍️ অনুবাদ: Andrew McChesney

মদ, চুরি ও ঈশ্বর

জাম্বিয়া | সেপ্টেম্বর ৬
বেথেল

বেথেল ছোটবেলায় মদ্যপানে আসক্ত হয়ে পড়ে।

তার চারপাশে ছিল এক পরিবেশ, যেখানে মদ্যপান ছিল স্বাভাবিক। পরিবারে, পাড়ায়—সব জায়গায় লোকজন মদ খেত। এমনকি স্কুলের কিছু সহপাঠীও গোপনে মদ্যপান করত।

তরুণ বয়সে বেথেল মনে করত, “মদ খেলে আমি আরও বড়, আরও সাহসী, আরও কুল হয়ে উঠি।”

কিন্তু সে বুঝতে পারছিল না, এই অভ্যাস তার জীবনকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

এরপর চুরির পথেও সে পা রাখে।

সে প্রথমে ছোটখাটো জিনিস চুরি করত—মার্কার পেন, হ্যান্ডস্যানিটাইজার, বা সহপাঠীর খুচরো পয়সা।

তারপর শুরু হলো দোকান থেকে চুরি করা। চিপস, বিস্কুট, তারপর মোবাইল ফোন।

কেউ যখন তাকে ধরত না, তখন তার সাহস আরও বেড়ে যেত।

সে ভাবত, “আমি তো ধরা পড়ছি না, তাহলে সমস্যা কোথায়?”

তবে তার ভেতরে একটা অস্বস্তি ছিল। মনে হতো, এইসব করে সে সত্যিকারের সুখ পাচ্ছে না।

একদিন এক বন্ধু তাকে **একটি সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চে** যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাল।

প্রথমে বেথেল বলল,
“চার্চে গিয়ে কী হবে? আমি এসবের জন্য বানানো না।”

কিন্তু বন্ধু জোর দিয়ে বলল,
“চলো না, অন্তত একবার। দেখবে ভালো লাগবে।”

বেথেল গেল। এবং অবাক হয়ে গেল।

চার্চে সে এমন এক শান্তি অনুভব করল, যা সে আগে কখনো পায়নি। সংগীত, প্রার্থনা, বাইবেল পাঠ—সব কিছু যেন সরাসরি তার হৃদয়ে বাজছিল।

যাজক বললেন,
“যিশু পাপীদের ভালোবাসেন। তিনি ক্ষমা করতে চান, পরিবর্তন করতে চান।”

এই কথাগুলো বেথেলকে ভীষণ নাড়া দিল।

সে ভাবল,
“আমি কি সত্যিই বদলাতে পারি? এত পাপ করে ফেলেছি... ঈশ্বর কি আমাকে গ্রহণ করবেন?”

সে চার্চে যেতে লাগল নিয়মিত। একদিন সাহস করে সে যাজককে নিজের জীবনের সব কিছু খুলে বলল—মদ্যপান, চুরি, মিথ্যা।

যাজক বললেন,
“যিশু তোমাকে এখনো ভালোবাসেন। তুমি যদি সত্যিকারের অনুতপ্ত হও, তিনি তোমাকে গ্রহণ করবেন এবং নতুন জীবন দেবেন।”

বেথেল সেদিন রাতে প্রার্থনা করল, চোখের জল ফেলল, এবং যিশুকে তার জীবন দিল।

তারপর থেকে তার জীবনে এক আশ্চর্য পরিবর্তন আসে। সে মদ্যপান ছেড়ে দেয়, চুরি করা একদম বন্ধ করে।

আজ সে একজন খ্রিস্টান যুবক, যার হৃদয়ে আগুনের মতো জ্বলছে যিশুর জন্য প্রেম।

সে বলে,
“যিশুই আমার জীবন পাল্টে দিয়েছেন। আমি এখন সত্যিই সুখী।”
J

📖 আপনার অনুদান

জাম্বিয়ার বহু যুবক-যুবতী এখনও বেথেলের মতো পথহারা। এই কোয়ার্টারের ত্রয়োদশ সাবাথ অনুদান এমন তরুণদের জন্য **অ্যাডভেঞ্চারার বাইবেল** সরবরাহ করতে সাহায্য করবে, যেন তারা ঈশ্বরের বাক্য পড়ে নতুন জীবন শুরু করতে পারে।

ধন্যবাদ, ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে একটি উদার অনুদান পরিকল্পনার জন্য।

✍️ অনুবাদ: Andrew McChesney

মিরাকল হাসপাতাল

জাম্বিয়া | সেপ্টেম্বর ১৩
মওয়াতে

মওয়াতে ছোটবেলা থেকেই চার্চে যেত। সে জানত ঈশ্বর আছেন, যিশু তাঁকে ভালোবাসেন, এবং বাইবেল সত্য।

কিন্তু কৈশোরে গিয়ে সে চার্চ থেকে দূরে সরে গেল।

সে নতুন বন্ধুদের সঙ্গে চলাফেরা শুরু করল যারা বলত,
“চার্চে গিয়ে কী লাভ? জীবন তো একটাই, মজা করে কাটাও!”

মওয়াতে তাদের কথায় প্রভাবিত হয়ে চার্চে যাওয়া ছেড়ে দিল।
সে বলল,
“আমি ভেবেছিলাম আমি স্বাধীন। যা খুশি তাই করব।”

কিন্তু কয়েক বছর পর তার স্বাধীনতা তার জীবনে অন্ধকার নিয়ে এল।

সে অপরাধের জগতে জড়িয়ে পড়ল। পুলিশ তাকে একাধিকবার ধরেছিল। একসময় সে মাদক, সহিংসতা ও চুরির মধ্যেও জড়িয়ে পড়ে।

তার পরিবার ও পুরনো চার্চের বন্ধুরা তার জন্য প্রার্থনা করত, কিন্তু মওয়াতে এসব পাত্তা দিত না।

তবে ঈশ্বর তাকে ছেড়ে দেননি।

একদিন হঠাৎ করেই সে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ল।

পরিবার তাকে নিয়ে যায় জাম্বিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের একটি ছোট্ট অ্যাডভেন্টিস্ট মিশন হাসপাতালে।

চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে বললেন,
“তোমার শরীরে জটিল সংক্রমণ হয়েছে। অবস্থা আশঙ্কাজনক।”

মওয়াতে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল—
“আমি কি এখানেই মারা যাব?”
“আমার জীবনটা কি এভাবেই শেষ হবে?”

তখন একজন নার্স এসে তার হাত ধরলেন এবং বললেন,
“আমরা শুধু ওষুধেই বিশ্বাস করি না—আমরা প্রার্থনাও করি।”

নার্সটি প্রার্থনা করলেন তার জন্য।

মওয়াতের চোখে জল চলে এলো। এতদিন পর সে যেন ঈশ্বরের কণ্ঠ শুনতে পেল।

“আমি তো তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম,” মনে হচ্ছিল যিশু বলছেন।

সেই হাসপাতালেই সে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল—
সে তার জীবন যিশুকে ফিরিয়ে দিল।

কয়েক সপ্তাহের চিকিৎসা ও প্রার্থনার পর সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল।

চিকিৎসকরা বললেন,
“তোমার নিরাময় সত্যিই এক অলৌকিক ঘটনা।”

মওয়াতে সুস্থ হওয়ার পর চার্চে ফিরল। সে **বাপ্তিস্ম গ্রহণ** করল এবং এখন একজন সক্রিয় খ্রিস্টান যুবক।

সে বলে,
“ঈশ্বর আমাকে আমার অসুস্থতার মধ্য দিয়ে ডেকেছেন, আর আমি উত্তর দিয়েছি। এখন আমি সত্যিকারের স্বাধীনতা পেয়েছি—যিশুর মধ্যে।”
J

📖 **আপনার অনুদান**

এই গল্পের মতো, অনেকেই অ্যাডভেন্টিস্ট হাসপাতালের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রেম ও নিরাময় পাওয়ার সুযোগ পায়। এই কোয়ার্টারের ত্রয়োদশ সাবাথ অনুদান জাম্বিয়ার মিশন হাসপাতালের উন্নয়নে সাহায্য করবে, যাতে আরও মানুষ যিশুকে খুঁজে পেতে পারে।

ধন্যবাদ, ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে একটি উদার অনুদান পরিকল্পনার জন্য।

✍️ অনুবাদ: Andrew McChesney

হাসপাতাল বদলে দেয় জীবন

জাম্বিয়া | সেপ্টেম্বর ২০

একজন তরুণ লোক গভীর রাতে ভয়ানক পেটব্যথা নিয়ে হাসপাতালে আসে।

সে একজন খ্রিস্টান ছিল না।

সে শুধু জানত, অ্যাডভেন্টিস্ট হাসপাতালেই তার আশার শেষ আশ্রয়।

নাইট শিফটে দায়িত্বে থাকা একজন নার্স তাকে গ্রহণ করেন। তিনি খুব নম্রভাবে বলেন,
“আমরা শুধু আপনার শারীরিক অসুস্থতার জন্য কাজ করছি না, আমরা আপনার আত্মিক সুস্থতার দিকেও নজর দিই।”

এরপর তিনি প্রার্থনার জন্য জিজ্ঞেস করেন,
“আমি কি আপনার জন্য প্রার্থনা করতে পারি?”

তরুণটি অবাক হয়, কিন্তু মাথা নেড়ে সম্মতি দেয়।

প্রার্থনার পরপরই চিকিৎসা শুরু হয়। কিছুদিনের মধ্যেই তার অবস্থার উন্নতি হয় এবং সে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠে।

চলে যাওয়ার সময়, সে নার্সের কাছে এসে বলল,
“এই হাসপাতাল অন্যরকম। এখানে আমি শুধু চিকিৎসা পাইনি, আমি ভালবাসা পেয়েছি, যত্ন পেয়েছি—আর আমি প্রার্থনার শক্তি অনুভব করেছি।”

সেই প্রার্থনাটিই তার জীবনে পরিবর্তনের সূচনা করে।

সে বাইবেল পড়া শুরু করে, প্রার্থনা শেখে, এবং কিছুদিনের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নেয় যিশুর অনুসারী হবে।

সে একটি সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চে যোগ দেয় এবং **বাপ্তিস্ম গ্রহণ** করে।

আজ সে একজন খ্রিস্টান যুবক, যিনি বলেন,
“আমি যিশুকে চিনেছি একটি হাসপাতালের মাধ্যমে।”

এই রকম আরও অনেক গল্প ছড়িয়ে আছে জাম্বিয়ার অ্যাডভেন্টিস্ট মিশন হাসপাতালগুলোতে। সেখানে স্বাস্থ্যসেবা শুধু ওষুধ আর চিকিৎসায় সীমাবদ্ধ নয়—প্রত্যেক রোগীর জন্য রয়েছে যিশুর প্রেম, করুণা ও প্রার্থনা।

📖 আপনার অনুদান

এই কোয়ার্টারের ত্রয়োদশ সাবাথ অনুদান জাম্বিয়ার অ্যাডভেন্টিস্ট হাসপাতালগুলোর উন্নয়নে সাহায্য করবে, যাতে আরও মানুষ যিশুর প্রেমে পৌঁছাতে পারে—তাদের দেহ, মন ও আত্মার আরোগ্যের মাধ্যমে।

ধন্যবাদ, ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে একটি উদার অনুদান পরিকল্পনার জন্য।

✍️ অনুবাদ: Andrew McChesney

বিপর্যয় থেকে আশীর্বাদ

জাম্বিয়া | সেপ্টেম্বর ২৭
এমানুয়েল

এমানুয়েল ছোটবেলা থেকেই বাইবেল বিশ্বাস করত।

সে জানত ঈশ্বর আছেন, জানত যিশু তার জন্য প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু তরুণ বয়সে, সে যখন শহরে পড়াশোনার জন্য বাড়ি ছেড়ে আসে, তখন চার্চ থেকে দূরে সরে যায়।

সে বলল,
“আমি ভাবতাম, আমি স্বাধীন। আমি যা খুশি তাই করব।”

সে চার্চে যেত না, প্রার্থনাও করত না। সে একা থাকতে ভালোবাসত, কারো কথায় চলত না।

তারপর হঠাৎ এক দুর্ঘটনা ঘটে।

এমানুয়েলের একটি গুরুতর সড়ক দুর্ঘটনা হয়। তার শরীরের অনেক জায়গা জখম হয়, এবং তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

চিকিৎসকরা বললেন, তার আরোগ্য হতে অনেক সময় লাগবে।

সে হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে নিজের জীবনের কথা ভাবছিল।

সে ভাবল,
“আমি কি এইভাবেই মারা যাব? আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি ছিল?”

একদিন একজন সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট নার্স তার কাছে এসে বললেন,
“আমি আপনার জন্য প্রার্থনা করতে চাই। আপনি রাজি থাকলে আমি ঈশ্বরের কাছে আপনার আরোগ্য কামনা করব।”

এমানুয়েল অবাক হয়ে গেল। সে কখনো কল্পনাও করেনি, হাসপাতালে কেউ তার জন্য প্রার্থনা করবে।

সে বলল, “ঠিক আছে।”

নার্স তার হাত ধরলেন এবং ধীরে ধীরে প্রার্থনা করলেন। সেই প্রার্থনার সময়, এমানুয়েলের চোখে অশ্রু চলে এল। তার হৃদয় নরম হয়ে গেল।

সেই দিন থেকেই, সে আবার প্রার্থনা শুরু করল।

সে বাইবেল পড়তে লাগল, এবং ঈশ্বরের কণ্ঠ তার হৃদয়ে শুনতে পেল।

সে উপলব্ধি করল, দুর্ঘটনাটি শুধু একটা দুর্ঘটনা নয়—এটি ছিল ঈশ্বরের একটি আহ্বান, যাতে সে ফিরে আসে।

সে বলল,
“ঈশ্বর আমাকে থামিয়ে দিলেন, যাতে আমি ভাবতে পারি, এবং বুঝতে পারি আমি কোথায় যাচ্ছি।”

হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে এমানুয়েল নিজের পুরনো চার্চে ফিরে গেল। সে **বাপ্তিস্ম** গ্রহণ করল এবং এখন একজন সক্রিয় যুব নেতা।

সে বলে,
“আমার দুর্ঘটনা আমার জীবনের আশীর্বাদ হয়ে উঠেছে। এর মাধ্যমেই আমি যিশুকে নতুন করে চিনেছি।”

📖 আপনার অনুদান

এমানুয়েলের মতো হাজারো মানুষের জীবন অ্যাডভেন্টিস্ট হাসপাতালের মাধ্যমে বদলে যায়। এই কোয়ার্টারের ত্রয়োদশ সাবাথ অনুদান জাম্বিয়ার এমন হাসপাতালগুলোর উন্নয়নে ব্যবহৃত হবে, যাতে আরও মানুষ ঈশ্বরের প্রেম অনুভব করতে পারে।

ধন্যবাদ, আজ, ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে একটি উদার অনুদান দেওয়ার জন্য!

✍️ অনুবাদ: Andrew McChesney